মুখবন্ধ

ভূমিকাঃ

বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ এর আওতায় 'আমার গ্রাম-আমার শহর' প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধা সম্প্রসারণ' শীর্ষক অঙ্গীকার বাস্তবায়নে পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের ওপর জোর দিয়েছে। এছাড়াও জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (MDG) এর পর আরও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনাভিত্তিক টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) নির্ধারণ করা হয়। SDG অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে সকলের জন্য নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সুবিধা নিশ্চিতকরণে এবং নির্ধারিত সময়ের আগেই SDG অর্জনে সরকার বদ্ধপরিকর। SDG অনুযায়ী দেশের সকল নাগরিকের নিকট Safely Managed পানি সরবরাহের মানদন্ড হলো ঃ

- প্রতিটি বাড়ির আঙ্গিনায় নিরাপদ পানি নিশ্চিত করতে হবে।
- সার্বক্ষনিক পানি সরবরাহের সংস্থান থাকতে হবে।
- নিরাপদ পানি অবশ্যই জাতীয়ভাবে নির্ধারিত পানির গুনগতমান পূরন করবে।

অথচ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ও ইউনিসেফের যৌথ জরিপ প্রতিবেদন Multiple Indictor Cluster Survey (MICS) 2019 অনুযায়ী বর্তমানে দেশে Basic Drinking Water কভারেজ ৯৮%হলেও Safely Managed Drinking Water কভারেজ ৪৮% এবং আর্সেনিক দূষণ বিবেচনা করলে Safely Managed Drinking Water কভারেজ মাত্র ৪২%।

এ প্রেক্ষাপটে নিরাপদ পানি সরবরাহের কভারেজ বৃদ্ধি, সরকার ঘোষিত ১০০% সুপেয় পানি সরবরাহ এবং SDGএর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে বিগত ৭ জানুয়ারি, ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নের নিমিত্তে 'সমগ্র দেশে নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প' শীর্ষক প্রকল্পটি অনুমোদন করেন। প্রকল্পের মেয়াদকাল জানুয়ারি ২০২০ হতে জুন ২০২৫ সাল পর্যন্ত এবং প্রাক্কলিত ব্যয় ৮৮৫০.৭৩ কোটি টাকা।
প্রকল্পের আওতায় দেশের সকল পল্লী এলাকার উপযোগী বিভিন্ন প্রযুক্তির প্রায় ৬.০০ লক্ষ Safely Managed পানির উৎস (Point Water Source) স্থাপনের পাশাপাশি সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮-এ উল্লেখিত 'আমার গ্রাম- আমার শহর' শীর্ষক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে গ্রামকে শহুরের ন্যায় পাইপবাহিত পানি সরবরাহের সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ৪৯১টি রুরাল পাইপড্ ওয়াটার সাপ্লাই স্কিম এবং ৮,৮৩৮টি কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ ইউনিট ও স্থাপন করা হবে।

নলকূপ/পানির উৎস (Point Water Source) স্থাপনের স্থান নির্বাচন পদ্ধতি:

স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি আবশ্যিকভাবে অনুসরণ করতে হবে ঃ

১। সমগ্র দেশে নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্পটির আওতায় সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা এলাকায় নলকূপ/ পানির উৎস স্থাপন করা যাবে না।
২। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) এর আলোকে নিরাপদ খাবার পানির প্রাপ্যতা বিবেচনা করে নলকূপ/পানির উৎস স্থাপনের স্থান নির্বাচন করতে হবে।
৩। অবহেলিত ও সুবিধাবঞ্চিত এলাকায় বসবাসকারী এবং আর্থিক ও সামাজিকভাবে অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে নলকূপ/পানির উৎস স্থাপনের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে।
৪। অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় বরাদ্দকৃত নলকূপের ৫০% স্থান সংশ্লিষ্ট এলাকার মাননীয় সংসদ সদস্যকর্তৃক এবং অবশিষ্ট ৫০% স্থান ইউনিয়ন ওয়াটসন (WATSAN) কমিটি কর্তৃক নির্বাচন করা হবে। ইউনিয়ন ওয়াটসন (WATSAN) কমিটির নির্বাচিত স্থান তালিকা উপজেলা ওয়াটসন (WATSAN) কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।
৫। সাবমার্সিবল পাম্প যুক্ত নলকূপের স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে তত্ত্বাবধায়কের (Caretaker) বাড়ীতে বিদ্যুৎ সংযোগ এবং জলাধার/পিভিসি পানির ট্যাংক স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় স্থাপনা (Structure) থাকতে হবে। তত্ত্বাবধায়ক (Caretaker) -কে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করতে হবে। নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ স্থাপন ফি, বিদ্যুৎ বিল, সার্ভিস তার, জলাধার/পিভিসি পানির ট্যাংক স্থাপনের জন্য স্থাপনা নির্মাণ ব্যয় পরিশোধের কোন সংস্থান বর্ণিত প্রকল্পে নেই।
৬। সাবমার্সিবল পাম্পযুক্ত নলকূপ স্থাপনের ক্ষেত্রে নূন্যতম ১০টি পরিবারকে নিরাপদ পানি সরবরাহের আওতায় আনার লক্ষ্যে তত্ত্বাবধায়কের বাড়ির বাহিরে একটি আউটলেট রাখতে হবে।

সম্ভাব্য/প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত স্থানের তালিকা উপজেলার সহকারী/উপ-সহকারী প্রকৌশলী সংশ্লিষ্ট জেলার নির্বাহী প্রকৌশলীর নিকট প্রেরণ করবে। সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সহকারী প্রকৌশলী/উপ সহকারী প্রকৌশলী নির্বাচিত স্থানের ১০০ মিটারের মধ্যে অবস্থিত নলকূপ/পানির উৎসের পানির গুণাগুন এবং গভীরতা পর্যালোচনা করে প্রাক্কলন প্রস্তুত করবেন। পানির উৎসের ভিন্নতার উপর ভিত্তি করে সহায়ক চাঁদা (Contribution Money) সংগ্রহ করা হবে। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর নলকূপ/পানির উৎস নির্মাণ/স্থাপন কাজ বাস্তবায়ন করবে।

(চলমান পাতা-০২)

সহায়ক চাঁদা (Contribution Money)

নলকূপ/পানির উৎসের ধরণ অনুযায়ী নিম্নরূপভাবে নলকূপ/পানির উৎস ব্যবহারকারীদের নিকট হতে সহায়ক চাঁদা (Contribution Money) সংগ্রহ করতে হবে ঃ

৬ নং পাম্পযুক্ত হস্তচালিত অগভীর নলকূপ	১৫০০ টাকা
৬ নং পাম্পযুক্ত হস্তচালিত অগভীর তারা নলকূপ	২৫০০ টাকা
৬ নং পাম্পযুক্ত হস্তচালিত গভীর নলকূপ	৭০০০ টাকা
সকল ধরণের সাবমার্সিবল পাম্প ও জলাধারসহ অগভীর/গভীর নলকূপ	৭০০০ টাকা
সকল ধরণের সাবমার্সিবল পাম্প ও জলাধারসহ গভীর নলকূপ	১০০০০ টাকা
রিং ওয়েল	৩৫০০ টাকা
রেইন ওয়াটার হারভেষ্টিং ইউনিট	১৫০০ টাকা
সোলার পিএসএফ (উপকূলীয় এলাকার জন্য)	৭০০০ টাকা

১৫০ মিটার/৫০০ ফুটের অধিক গভীরতার নলকূপ গভীর নলকূপ হিসেবে গন্য হবে। অনুমোদিত স্থান তালিকা অনুযায়ী সহায়ক চাঁদা (Contribution Money) ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার হিসেবে নির্বাহী প্রকৌশলী বরাবর জমা দিতে হবে। কোন ভাবেই সহায়ক চাঁদা হিসেবে নগদ টাকা গ্রহণ করা যাবে না। সংগৃহীত সহায়ক চাঁদা (Contribution Money) সংশ্লিষ্ট জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী কর্তৃক ১৪৪১২৯৯ (অন্যান্য আদায়) কোডে নির্দিষ্ট ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে সরকারী কোষাগারে জমা দিতে হবে এবং সিটিআর (CTR) সংগ্রহ পূর্বক তা সংরক্ষণ করতে হবে। সহায়ক চাঁদা গ্রহণ ব্যতীত ঠিকাদারের অনুকূলে চূড়ান্ত বিল প্রদান করা যাবে না।

প্রকল্প বাস্তবায়ন পদ্ধতি ঃ

প্রকল্পের আওতায় ডিপিপির সংস্থান অনুযায়ী মোট নলকূপ/অন্যান্য একক পানির উৎসের বরাদ্দ প্রদান করা হলো (সংযুক্তি-১)। নলকূপ/অন্যান্য একক পানির উৎস সমূহ উপজেলা ভিত্তিক প্যাকেজ করে এবং রেইনওয়াটার হারভেষ্টিং সিষ্টেম জেলাভিত্তিক প্যাকেজ করে দরপত্র আহবান করতে হবে। ১টি প্যাকেজে প্রাক্কলিত ব্যয় সর্বোচ্চ ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার অধিক হবে না। সেক্ষেত্রে একই উপজেলার জন্য একাধিক প্যাকেজ বিভক্ত করে দরপত্র আহ্বান করতে হবে। একই তারিখে একই জেলার জন্য আহ্বানকৃত সকল প্যাকেজের দরপত্র উন্মুক্তকরণের তারিখ ও সময় একই রাখতে হবে।

নিম্নলিখিত পদ্ধতি অনুসরণ করে জেলা পর্যায়ে নির্বাহী প্রকৌশলীগণ ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান/ঠিকাদারের মাধ্যমে পানির উৎস নির্মাণ/স্থাপন কাজ বাস্তবায়ন করবেন ঃ

ক) **পানির উৎসের ধরণ এবং গভীরতা নির্ধারণ ঃ**

প্রকল্পের আওতায় ৬ নং পাম্পযুক্ত হস্তচালিত অগভীর নলকূপ, ৬ নং পাম্পযুক্ত হস্তচালিত অগভীর তারা নলকূপ, ৬ নং পাম্পযুক্ত হস্তচালিত গভীর নলকূপ, সাবমার্সিবল পাম্প ও জলাধারসহ অগভীর নলকূপ, সাবমার্সিবল পাম্প ও জলাধারসহ গভীর নলকূপ, রিংওয়েল, রেইন ওয়াটার হারভেষ্টিং ইউনিট, সোলার পিএসএফ (উপকূলীয় এলাকার জন্য), কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ ইউনিট এর সংস্থান অনুমোদিত DPP-তে রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় প্রতিটি জেলার জন্য উপজেলা ভিত্তিক নলকূপ/পানির উৎসের (Point Water Source) বরাদ্দ প্রদান করা হলো। তবে বাস্তব চাহিদার প্রেক্ষিতে প্রয়োজন অনুযায়ী নলকূপ/পানির উৎসের ধরন পরিবর্তন করা যাবে। সেক্ষেত্রে পানির উৎসের ধরণ ও গভীরতার বিবরণ, পরিবর্তনের যৌক্তিকতা এবং প্রাক্কলিত ব্যয়ের একটি তুলনামূলক প্রতিবেদন অনুমোদনের জন্য অত্রদপ্তরে প্রেরণ করতে হবে।

প্রাক্কলন প্রস্তুতির সময় নলকূপ/পানির উৎসের ধরন ও গভীরতা নির্ধারনের জন্য নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনা করতে হবে।

১। পানির গুণগতমান অর্থাৎ পানিতে আয়রন, আর্সেনিক, লবণাক্ততা, ম্যাঙ্গানিজ ইত্যাদি উপস্থিতির পরিমাণ।
২। পাথরের স্তর এবং পানির স্থিতিতল (Static Water Table)।
৩। পর্যাপ্ত নিরাপদ সুপেয় পানির প্রাপ্যতা।
৪। পানির উৎসের স্থায়িত্ব (নূন্যতম ১৫ বছর)।
৫। উপজেলা ভিত্তিক গড় গভীরতা নির্ধারনের ক্ষেত্রে ইউনিয়ন ভিত্তিক ইতিমধ্যে স্থাপিত নলকূপের গড় গভীরতা নির্ধারণ।

উল্লেখ্য যে, বিশেষ প্রয়োজনে বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে একই ইউনিয়নভূক্ত ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন ধরন ও গভীরতার নলকূপ/ পানির উৎস স্থাপন করা যাবে।

উপরোক্ত বিষয়ে কোন তথ্যের প্রয়োজন হলে, প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত পিএন্ডসি বিভাগ অথবা অত্র দপ্তরে যোগাযোগ করতে হবে। প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ হওয়ার পরে প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়ে যোগাযোগ করতে হবে।

খ) **ক্রয় পদ্ধতি ঃ**

গণখাতে ক্রয় আইন- ২০০৬ ও গণখাতে ক্রয় বিধিমালা-২০০৮ এর সংশ্লিষ্ট বিধি (সর্বশেষ সংশোধনীসহ) যথাযথভাবে অনুসরণ করে দরপত্র আহ্বান, গ্রহণ ও মূল্যায়নসহ অনুমোদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে ঠিকাদার/ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি করতে হবে। প্রতিটি প্যাকেজের জন্য ঠিকাদার/ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উদ্ধৃত দর অনুমোদিত প্রাক্কলিত মূল্যের সমদর/নিম্নদর/উর্ধ্বদর যাই হোক না কেন দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির (TEC) সুপারিশসহ অনুমোদনের জন্য উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ (Delegation of Financial Power for Development Project) বিষয়ক পরিপত্র অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট অনুমোদনকারীর দপ্তরে প্রেরণ করতে হবে। অনুমোদনকারীর কার্যালয় হতে অনুমোদন গ্রহণের পর নির্বাচিত দরপত্র দাতাকে প্রয়োজনীয় ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্নের পর চুক্তি সম্পাদন ও কার্যাদেশ প্রদান করতে হবে। সরকারী ক্রয়ে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সুশাসন নিশ্চিতকল্পে সকল ক্রয়ে ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট (e-GP) তথা ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে দরপত্র আহ্বান করতে হবে। নলকূপ/অন্যান্য পানির উৎস স্থাপনের প্রাক্কলন জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এর অনুমোদিত রেট সিডিউল অনুযায়ী একক প্রাক্কলনের ভিত্তিতে প্রস্তুত করে অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ বরাবরে প্রেরণ করতে হবে।

গ) **জেলা পর্যায়ে নলকূপ স্থাপন/অন্যান্য পানির উৎস স্থাপন কাজের মালামাল ক্রয় এবং ক্রয়কৃত মালামাল পরীক্ষাকরণ ঃ**

পিভিসি পাইপ, ফিল্টার, ৬নং পাম্প ও অন্যান্য আনুষাঙ্গিক মালামাল ঃ

ঠিকাদার/ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান প্যাকেজের সমুদয় মালামাল নলকূপ স্থাপন কাজ শুরুর পূর্বে দরপত্রের স্পেসিফিকেশন/শর্ত অনুযায়ী জেলা ভান্ডারে সরবরাহ করবে। সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী বা তার মনোনীত প্রতিনিধি, সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত মালামাল পরিদর্শন কমিটি (Material Inspection Committee) সরবরাহকৃত মালামাল দৈব চয়ন পদ্ধতিতে (Random Sample) নমুনা সংগ্রহ করতঃ তা যে কোন পাবলিক প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়/বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় হতে পরীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। সরবরাহকৃত মালামাল পরীক্ষার ফলাফল সন্তোষজনক পাওয়া গেলে উক্ত মালামাল সংশ্লিষ্ট ভান্ডারে গ্রহণ করতে হবে। একই ঠিকাদার একাধিক প্যাকেজের কার্যাদেশ প্রাপ্ত হলে, প্রতিটি প্যাকেজের জন্য মালামাল আলাদা আলাদাভাবে পরীক্ষা করতে হবে।

সাবমার্সিবল পাম্প ঃ

বর্ণিত প্রকল্পের আওতাধীন সাবমার্সিবল পাম্প ও জলাধারসহ অগভীর নলকূপ ও সাবমার্সিবল পাম্প ও জলাধারসহ গভীর নলকূপ স্থাপন করা হবে। Technical Specification অনুযায়ী সাবমারসিবল পাম্পের পরীক্ষা পাবলিক প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়/বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে করতে হবে। পরীক্ষা ব্যতিরেকে কোন সাবমার্সিবল পাম্প মাঠ পর্যায়ে ব্যবহার করা যাবে না। ঠিকাদার কর্তৃক সরবরাহকৃত সাবমার্সিবল পাম্পের সাথে ০২(দুই) বৎসর মেয়াদি ওয়ারেন্টি কার্ড থাকতে হবে এবং পানির উৎসের তত্ত্বাবধায়ক (Caretaker) এর নিকট নলকূপ/পানির উৎস হস্তান্তরের সময় ওয়ারেন্টিকার্ড হস্তান্তর নিশ্চিত করতে হবে।

ঘ) **পানি পরীক্ষা ঃ**

স্থাপিত প্রতিটি নলকূপ/পানির উৎসের পানির নমুনা সংগ্রহ করে পানির গুণগতমান (আর্সেনিক, আয়রন, ক্লোরাইড) অধিদপ্তরীয় পরীক্ষাগার হতে পরীক্ষা করতে হবে। পানির গুণগতমান পরীক্ষার ফলাফল প্রকল্প কার্যালয় ও এম আইএস ইউনিটে প্রেরণ করতে হবে। উল্লেখ্য যে, পানির পরীক্ষার প্রতিবেদন আবশ্যিকভাবে জেলা ও উপজেলা কার্যালয়ে সংরক্ষণ করতে হবে এবং তত্ত্বাবধায়ক (Caretaker) কে প্রদান করতে হবে।

ঙ) **নলকূপ/পানির উৎস হস্তান্তর ঃ**

কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর তত্ত্বাবধায়ক (Caretaker) এর নিকট নলকূপ/পানির উৎস প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট হস্তান্তর পত্রের ফরমেট অনুযায়ী হস্তান্তর করতে হবে। হস্তান্তর পত্রে তত্ত্বাবধায়কের পাশাপাশি দায়িত্ব প্রাপ্ত সহকারী প্রকৌশলী/উপ-সহকারী প্রকৌশলী এবং নলকূপ মেকানিকের স্বাক্ষর নিশ্চিত করতে হবে।

(চলমান পাতা-০৪)

চ) নলকূপ/পানির উৎস স্থাপন কাজ বাস্তবায়নে সর্তকতা ঃ

নলকূপ/পানির উৎস স্থাপন কাজে প্রায়শই নিম্নোক্ত অভিযোগ সমূহ বিভিন্ন পর্যায়ে উত্থাপিত হচ্ছে। বর্ণিত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এসকল অভিযোগের বিষয়ে সর্তকতা অবলম্বন করতে হবে। আবশ্যিকভাবে উক্ত প্রকল্পের আওতায় নিম্নবর্ণিত অভিযোগের পুনরাবৃত্তি পরিহার করতে হবে।

১। পানির উৎসের ধরণ ভিত্তিক নির্ধারিত হারের অধিক সহায়ক চাঁদা (Contribution Money) তত্ত্বাবধায়কের নিকট থেকে সংগ্রহ করা।
২। সহায়ক চাঁদা (Contribution Money) নগদ টাকায় সংগ্রহ করা।
৩। অনুমোদিত স্থান তালিকা বহির্ভূত স্থানে নলকূপ/পানির উৎস স্থাপন।
৪। চুক্তি মোতাবেক নির্ধারিত গভীরতার চেয়ে নিম্ন গভীরতায় নলকূপ স্থাপন।
৫। পূর্বে বেসরকারীভাবে স্থাপিত নলকূপ টি বিলে অন্তর্ভুক্ত করে বিল প্রদান।
৬। একই নলকূপ বিভিন্ন প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করে বিল প্রদান।
৭। নলকূপের পাটাতন নির্মান না করেই পাটাতনের বিল প্রদান।
৮। প্রকল্পের নির্দিষ্ট ডিজাইন অনুযায়ী পাটাতন নির্মাণ না করা।
৯। সাবমার্সিবল পাম্প সরবরাহের ক্ষেত্রে নির্ধারিত অশ্ব ক্ষমতার চেয়ে কম অশ্ব ক্ষমতার পাম্প সরবরাহ করণ।
১০। নিম্নমানের পিভিসি পাইপ এবং ফিল্টার ব্যবহার।
১১। মালামাল পরীক্ষা ব্যতীত নলকূপ স্থাপন।

23/2/2020
(মোঃ সাইফুর রহমান)
প্রধান প্রকৌশলী
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা।